

Class -V

Subject – Bengali.

বুনোহাঁস

লীলা মজুমদার

১. বুনোহাঁসেরা কখন, কোনদিক থেকে কোনদিকে, কেন উড়ে যায়?

উত্তর : বুনোহাঁসেরা আমাদের দেশ পার করে আরও উত্তর দিকে শীতপ্রধান অঞ্চলে থাকে। কিন্তু তাদের বেশি গরম বা বেশি শীত সহ্য হয় না। পৃথিবীর দক্ষিণের আধখানায় আমাদের শীতের সময় গরম, আবার আমাদের গরমের সময় শীত। তাই আমাদের এখানে যখন শীতের শুরু তখন বুনোহাঁসেরা উত্তর দিক থেকে বরফের পাহাড় পেরিয়ে ভারতে বা ভারতের মাটি পার হয়ে সমুদ্রের ওপর ছোটো ছোটো দ্বীপে এসে নামে। গরম দেশে শীত কাটিয়ে তারা শীতের শেষে আবার নিজেদের দেশে ফিরে যায়।

২. দু'টো বুনোহাঁস দলচ্যুত হলো কেন?

উত্তর : এই প্রশ্নের উত্তর গল্পে সরাসরি কোথাও বলা নেই। অনুমান করা যেতে পারে অন্য শিকারী পাখির আক্রমণ, কোনও শিকারীর বন্দুকের গুলি অথবা ভীষণ তুষারঝড়ের মতো কোনও অজ্ঞাত কারণে একটি হাঁসের ডানা জখম হয়েছিল। আহত হাঁসটির পক্ষে ওড়া সম্ভব ছিল না বলে তাকে দল ছেড়ে মাটিতে নেমে আসতে হয়েছিল। তার সঙ্গী দ্বিতীয় হাঁসটি বন্ধুকে ছেড়ে যেতে চায়নি বলে নিজের ইচ্ছেতেই দলচ্যুত হয়েছিল।

৩. এখানে বুনোহাঁস বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : শীতকালে যে সমস্ত পরিযায়ী হাঁস উত্তর দিক থেকে আমাদের দেশে বা আরও দক্ষিণে এসে শীতকালটা কাটিয়ে আবার ফিরে যায়, তাদের কথাই এখানে বলা হয়েছে। এরা যেহেতু মানুষের পোষা নয়, বরং বন্য ও স্বাধীন, তাই তাদের বুনোহাঁস বলা হয়েছে। ভারতে আসা পরিযায়ী হাঁসের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ইন্ডিয়ান স্পট বিলড ডাক (Indian Spot Billed Duck), নর্দার্ন পিনটেল (Northern Pintail), কমন পোচার্ড (Common Pochard), নব বিলড ডাক (Knob Billed Duck), লেসার হুইসলিং ডাক (Lesser Whistling Duck), বার হেডেড গুজ (Bar Headed Goose) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়ে প্রখ্যাত পক্ষিবিদ সেলিম আলি-র বই তোমরা পড়তে পারো।

৪. জোয়ানদের কাছে এসে বুনোহাঁসদুটি কী করেছিল?

উত্তর : বরফ পড়া শুরু হওয়ায় জোয়ানরা আহত হাঁসটিকে ঝোপ থেকে উদ্ধার করে তাঁবুতে নিয়ে এসেছিলেন। অন্য হাঁসটা প্রথমে শত্রু ভেবে জোয়ানদের দিকে তেড়ে এলেও পরে নিজেই সঙ্গীর সঙ্গে তাঁবুতে এসেছিল। জোয়ানদের মুরগি রাখার খালি খাঁচায় তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

৫. "বাড়ির জন্য ওদের মন কেমন করত..."--- কাদের, কেন মন কেমন করত?

উত্তর : লাডাকে বরফঢাকা নির্জন যে জায়গায় জোয়ানদের ঘাঁটি, তা ছিল খুবই দুর্গম। চিঠিপত্র পৌঁছানোর ব্যবস্থা ভালো না থাকায় একমাত্র রেডিও-মারফৎ ছিল বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ। অথচ এই জোয়ানদের প্রায় সকলেরই বাড়ি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে, যেখানে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলে জোয়ানদের জন্য কতই না দুশ্চিন্তা করছেন। লাডাক যেহেতু দেশের একেবারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, তাই দক্ষিণদিকে উড়ে যাওয়া হাঁসগুলিকে দেখলেই সৈনিকদের নিজের-নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ত আর মন খারাপ হয়ে যেত।

৬. বুনোহাঁসেরা কী খাবার খেত?

উত্তর : জোয়ানরা নিজেদের খাবার থেকেই হাঁসদুটিকেও খেতে দিতেন। তাদের খাবারের মধ্যে ছিল টিনের মাছ, তরকারি, ভুট্টা, ভাত, ফলের কুচি--- এইসব।

৭. 'টিনের মাছ'--- মানে কী?

উত্তর : মাছ শুকিয়ে তাতে নানারকম জারকদ্রব্য মাখিয়ে হাওয়া না ঢুকতে পারে এমনভাবে টিনের কৌটোয় আটকে রাখলে তা বহুদিন পরেও খাওয়া যায়। জোয়ানদের ঘাঁটিতে নিয়মিত রসদ আসার সুবিধে না থাকায় এবং রান্নার সময়-সুযোগের অভাবে তাদের এমন খাবার সঙ্গে রাখতে হয়। একেই গল্পে 'টিনের মাছ' বলা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে দীঘা, জুনপুট প্রভৃতি জায়গায় এইরকম খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প রয়েছে।

৮. জোয়ানরা কেন হাঁসদুটোর দেখাশোনা করতেন?

উত্তর : জোয়ানদের কাজই সেবা করা। তাঁরা যে কেবল সীমান্তরক্ষা বা দেশের জন্য যুদ্ধ করেন তা নয়, যে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য বড়ো সংকটে তাঁরা আত্ম মানুষের ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজও করে থাকেন। আহত হাঁসটি আর তার সঙ্গীকে মানবিকতার খাতিরেই তাঁরা আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া এই পরিযায়ী হাঁসদের মতোই তাঁদের জীবনেরও কোনও স্থিরতা নেই। নিজের বাড়িঘর ছেড়ে কর্তব্যের টানে কত দূরে-দূরেই না তাঁদের থাকতে হয়। দক্ষিণদিকে উড়ে যাওয়া হাঁসদের দেখে নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ে তাঁদের মন কেমন করে উঠত। এইসব মিলিয়ে হাঁসদের সঙ্গে নিজেদের জীবনের মিল খুঁজে পেয়েই বোধহয় জোয়ানরা তাদের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। এই কারণেই তাঁরা সানন্দে হাঁসদুটির দেখাশোনা করতেন।

৯. "এমনি করে সারা শীত দেখতে দেখতে কেটে গেলা"----। শীত কীভাবে কাটল? তারপর কী হলো?

উত্তর : সারা শীত হাঁসেরা জোয়ানদের আতিথেয় চমৎকার কাটিয়েছিল। ওদের দেখাশোনা করা জোয়ানদের কাছেও ছিল খুব আনন্দের কাজ। আস্তে আস্তে আহত হাঁসটার ডানা সেরে উঠছিল। তাঁবুর বাইরে একটু একটু করে সে ওড়ার চেষ্টাও করত। তারপর শীত কেটে নীচের পাহাড়ের বরফ গলে যেতে পাহাড়ে আবার প্রাণের সাড়া ফিরে এল। দলে দলে পাখিরাও দক্ষিণদিক থেকে উত্তরে উড়ে যেতে শুরু করল। তাদের ঘরে ফেরার সময় হয়েছে।

অন্য হাঁসদের উড়ে যেতে দেখে জোয়ানদের সঙ্গে থাকা হাঁসদুটিও চঞ্চল হয়ে উঠত। তারপর পূর্ণশক্তি ফিরে পেতেই আহত হাঁস আর তার সঙ্গী একদিন জোয়ানদের ঘাঁটি ছেড়ে নিজেদের দেশে উড়ে গেল। সকালের কাজ সেরে এসে জোয়ানরা আর তাদের দেখতে পেলেন না। আনন্দের বিষয়, জোয়ানদেরও বাড়ি ফেরার সময় এগিয়ে এসেছিল।

১০. হাঁসেরা কোথায়, কখন ফিরে গেল?

উত্তর : আমাদের দেশের উত্তরে বৈকাল হ্রদ বা সাইবেরিয়ার কাছাকাছি জায়গার থেকেই বেশিরভাগ পরিযায়ী পাখি ভারতে আসে। শীতকাল শেষ হলে তারা সেখানেই আবার ফিরে যায়। এই হাঁসদুটিও তা-ই করেছিল।